প্রবন্ধ

সাইয়্যিদুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)'র ওসিলায় প্রাপ্ত নেয়ামত

মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস আলকাদেরী

মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে বড়ই অনুগৃহীত করেছেন। তিনি আমাদেরকে সাইয়্যিদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মত বানিয়েছেন। তাঁর ওসিলায় আমরা সাইয়্যিদুল উমাম ও খাইরুল উমাম হয়েছি। তাঁর ওসিলায় আমরা সাইয়্যিদুশ শুহুদ (শ্রেষ্ঠ সাক্ষী) হয়েছি। তাঁর ওসিলায় আমাদের সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য হবে। তাঁর ওসিলায় আমরা অসংখ্য-অগণিত নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছি। নিম্নে সে নেয়ামতরাজির কিছু ক্বোরআন-হাদীসের আলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

ক. সাইয়্যিদুশ শুহুদ

সাইয়্যিদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন (নবী-রাসূলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ) নবী আখেরুয্যামানের ওসিলায় আমরা 'সাইয়্যিদুশ শুহুদ' ওয়া 'সাইয়্যিদুশ শোহাদা' (শ্রেষ্ঠ সাক্ষী) হয়েছি। আমাদের সাক্ষ্যের বদৌলতে অন্য নবী রাসূলগণ তাঁদের উম্মতের অভিযোগ ও মোকাদ্দামা হতে পরিত্রাণ পাবেন। তাঁদের উম্মতরা তাঁদের বিরুদ্ধে কিয়ামত দিবসে অভিযোগ করে বলবে, হে আল্লাহ্! আমাদের কাছে আপনি যে নবী পাঠিয়েছেন, উনি আমাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেননি। ফলে আমরা ঈমান আনতে পারিনি। আমরা যে ঈমান আনিনি, সেটা আমাদের অপরাধ নয়। বরং সেটা আপনার নবীর অপরাধ।" তখন আল্লাহ্ ওই নবীকে ডাকবেন এবং বলবেন, "তুমি কী ঈমানের দাওয়াত পৌঁছিয়েছ?" তিনি (নবী) উত্তরে বলবেন, হ্যাঁ তখন আল্লাহ্ জিজ্ঞাসা করবেন তোমার পক্ষে সাক্ষী কে? তখন তিনি উত্তর দেবেন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর উম্মতগণ। তখন তাঁরা (উম্মতে মুহাম্মদী) সাক্ষ্য দেবেন যে, নিশ্চয় তিনি দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। আর তখন আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের সাক্ষ্যকে সমর্থন করবেন। যেমন ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বুখারী শরীফের ৬৪৪ পৃষ্ঠার শেষে এবং ৬৪৫ পৃষ্ঠার শুরুতে বর্ণনা করেছেন -

وكذالك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا- (سورة البقرة رقم الاية ১৪৩)

এবং কথা হলা এরূপই যে, আমি তোমাদেরকে সব উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির সাক্ষী হতে পার। আর এ রাসূল তোমাদের সাক্ষী হবেন।

এর তাফসীরে নিম্নোক্ত হাদীস উদ্ধৃত করেছেন-

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقال امته هل بلغكم فيقولون ما اتانا من نذير- فيقول من يشهدلك فيقول محمد وامته فيشهدون انه قدبلغ ويكون الرسول عليكم شهيدًا فذالك قوله جل ذكره - وكذالك جلعناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا- (بخارى صفه ৬৪৫)

অর্থাৎ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, কিয়ামতের দিন হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামকে ডাকা হবে। তদুত্তরে তিনি বলবেন, হে আমার রব, আমি আপনার কুদরতের খেদমতে বরাবর হাযির। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, "তুমি কি আমার দ্বীনের বাণী পৌঁছিয়েছো? তিনি বলবেন, "হ্যাঁ"। তারপর তাঁর উম্মতকে বলা হবে, "তিনি কি তোমাদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন? তখন তারা বলবে, "আমাদের নিকট কোন দাওয়াতদাতা/ দাওয়াতকারী আসেননি।" অতঃপর তিনি আল্লাহ্ বলবেন, "তোমার পক্ষে সাক্ষী কে?" তিনি (হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম) বলবেন, "হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর উম্মতগণ।" তারপর তারা (উম্মতে মুহাম্মদী) এমর্মে সাক্ষ্য দেবেন যে, তিনি বাণী পৌঁছিয়েছেন এবং রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হবেন। এটাই হচ্ছে আল্লাহ্র এ মহান বাণী- "ওয়া কাযা লিকা এর মর্মার্থ।"

উপরিউক্ত আয়াতে ক্বোরআন ও হাদীসে রাসূল থেকে প্রমাণিত হল বিচার দিবসে উম্মতে মুহাম্মদী নবী-রাসূলগণের সাক্ষী হবেন। এ শান-মান আমরা পেয়েছি আমাদের নবীর ওসিলায়।

খ. খাইরুল উমাম

যেভাবে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রথম থেকে আফজালুর রাসূল, অনুরূপ আমরা উম্মতে মুহাম্মদীও প্রথম থেকে খাইরুল উমাম। আরশ-কুরসী সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সাইয়্যিদুল মুরসালিন রাসূলে পাকের উম্মত হিসেবে নির্বাচন করেছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر- (سورة ال عمران- رقم الاية ১১০)

অর্থাৎ তোমরা শ্রেষ্ঠতম (হে উম্মতে মুহাম্মদী) ঐসব উম্মতের মধ্যে, যাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে মানব জাতির মধ্যে, তোমরা সৎকাজের আদেশ দিচ্ছো এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করছো।

এমনকি পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব ও সহীফার মধ্যে আমাদের ফাজায়েল ও মানাকেবের বিশদ বিবরণ ছিল। আল্লাহ্ বলেন, ذالك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الانجيل (উম্মতে মুহাম্মদীর) তাদের গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে এবং অনুরূপ তাদের গুণাবলী ইঞ্জিলেও রয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মদীকে কিয়ামত পর্যন্তের জন্য সর্বোত্তম উম্মত বানিয়েছেন। আমাদেরকে পবিত্র ক্বোরআন দিয়েছেন। আমাদের থেকে সিদ্দীক্ব, শহীদ, অলী, মজুতাহিদ, ফকীহ-মুফতি, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, আলিম, হাফেজ বানিয়েছেন। এ সব নেয়ামত উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য সাইয়্যিদুল মুরসালিনের ওসিলায় হয়েছে।

[তাফসীরে নঈমী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১১]

গ. আম্বিয়ায়ে কেরামের পর আফজালুন নাস

সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওসিলায় আমরা তাঁর উম্মত আম্বিয়ায়ে কেরামের পর আফজালুন নাস অর্থাৎ নবী-রাসূলগণের পর সর্বোত্তম মানুষ হতে পেরেছি। যেমন বিশ্ব সমাদৃত আক্বিদার কিতাব 'আক্বায়েদে নসফী' এর মধ্যে আছে যে, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বিদা হল-

افضل الناس بعد الانبياء سيدنا ابوبكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذوالنورين ثم على المرتضى رضى الله عنهم-

অর্থাৎ - নবীগণের পর সর্বোত্তম মানুষ হযরত আবু বকর সিদ্দীক্ব, তারপর হযরত ওমর ফারুক্ব, তারপর হযরত ওসমান জুন্নূরাইন এরপর হযরত আলী মুরতাজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম। তাঁদের পর আশারা মুবাশ্শারা এরপর সাহাবীগণ এরপর অপরাপর সাহাবীগণ এরপর তাবেয়ী এরপর তবে'তাবেয়ী। সুতরাং আহলে বায়তে রাসূল, আওলাদ ও আলে রাসূল, আযওয়াজে মুতাহ্হারাত, সাহাবা, তাবেয়ী, তবে'তাবেয়ী, অলী, গাউস, কুতুব, আবদাল, পীর, মুরশেদ, যাহেদ, আবেদ, সহ যারা যা হয়েছেন সবই নবীজীর ওসিলায় হয়েছেন।

ঘ.জাহান্নামের গর্ত হতে মুক্তিলাভ

হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামকে আল্লাহ্ তা'আলা স্বশরীরে আসমানে তুলে ফেলার পর হতে আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওসাল্লাম-এর নবুয়্যত প্রকাশিত হওয়া পর্যন্তত ৫৭৭ বছর সময়কালে দুনিয়ার জমিনে কোন সংবাদ দানকারী, জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শনকারী, সৎকাজের আদেশদানকারী, অসৎকাজ হতে বাধাদানকারী, আল্লাহর দ্বীনের প্রচারকারী ও আল্লাহর আহকাম মানুষের মধ্যে পৌঁছানে ওয়ালা না থাকায় দুনিয়ার মানুষ যথেচ্ছা করছিল। আল্লাহ্ ও পরকালকে ভুলে বসছিল। যে সময়টাকে আইয়ামে জাহেলিয়া বলা হয়। গুটিকয়েক লোক ছাড়া সবাই ঈমান হারা হয়ে কুফরীতে নিমজ্জিত হয়েছিল। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা সূরা আলে ইমরানের ১০৩ নম্বর আয়াতে বলেন- وكنتم على شفا حفرة من النار "আর তোমরা দোযখের একটা গর্তের প্রান্তে ছিলে।" এ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলে দোযখেই পৌঁছে যেতে। এরপর আল্লাহ্ বলেন- فانقذكم منها "তখন তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। ঈমানের মহামূল্যবান সম্পদ দান করেন। অর্থাৎ ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর ৫৭৭ বছর পর আমাদের নবী দুনিয়ার জমিনে ঈমান ইসলাম, দ্বীন-ধর্ম প্রচার করে দুনিয়াবাসীকে জাহান্নাম হতে উদ্ধার করেছেন। নবী আখেরুয্যমাঁ না আসলে আমরা ঈমান পেতাম না।

ঙ. আমল কম সওয়াব বেশী

আমরা সাইয়্যিদুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওসিলায় অল্প আমল করে বেশী সওয়াবের অধিকারী হয়েছি। যেমন মেশকাতুল মাছাবীহ্ এর ৫৮৩ নম্বর পৃষ্ঠায় ثواب هذه الامة অধ্যায়ে উম্মতে মুহাম্মদীর সওয়াব বর্ণনায় বুখারী শরীফ হতে সংকলিত হাদীস-

انما أجلكم فى أجل من خلا من الأمم ما بين صلواة العصر الى مغرب الشمس وانما مثلكم ومثل اليهود والنصارى ..... فانه فضلى أعطيه من شئت- (رواه البخارى)

অর্থাৎ - নিশ্চয় তোমাদের হায়াত যে সকল উম্মত অতিবাহিত হয়েছে তাদের হায়াতের তুলনায় আসরের নামায হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। আর অবশ্যই তোমাদের উদাহরণ এবং ইহুদি-নাসরাদের উদাহরণ.....নিশ্চয়ই উহা আমার অনুগ্রহ আমি যাকে চাই তাকে দান করি।

এর ব্যাখ্যায় আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি 'আশিয়াতুল লুমুয়াতে' বলেন,

مدة عمركم فى جنب مجموع أعمار الأمم السابقة كالمدة التى بين صلواة العصر الى المغرب فى جنب أول النهار الى العصر ومع ذالك أنتم أكثر ثوابا منهم-

অর্থাৎ - উম্মতে মুহাম্মদীর হায়াতের পরিমাণ পূর্ববর্তী উম্মতদের হায়াতের তুলনায় এরূপ যে উম্মতে মুহাম্মদীর হায়াত যেন আসরের নামায ও সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী স্বল্প সময়। আর পূর্ববর্তী উম্মতের হায়াত দিনের শুরু হতে আসর পর্যন্ত দীর্ঘ সময়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও উম্মতে মুহাম্মদী অধিক সওয়াবের অধিকারী। তখন ইহুদি ও নাসারা রাগান্বিত হয়ে বলে আমাদের আমল বেশী কিন্তু সওয়াব কম। তখন আল্লাহ্ বলেন "আমি কী তোমাদের পাওনা থেকে কিছু ঘাটতি করেছি।" তখন তারা উত্তর দেয়, "না" তখন আল্লাহ্ ঘোষণা দেন কম আমলে বেশী সওয়াব দেওয়া আমার অনুগ্রহ। আমি যাকে চাই তাকে দান করি। সুতরাং কম আমল করে বেশী সওয়াব পাওয়া এটি উম্মতে মুহাম্মদী হওয়ার সুবাধে হয়েছে।

চ. ওযুর মাধ্যমে প্রাপ্ত নেয়ামত

ওযু হল ইবাদতে গায়রে মাকসুদা (উদ্দেশ্যবিহীন ইবাদত) তাই আমাদের ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, النية فى الوضوء ليست بشرط অর্থাৎ ওযুর মধ্যে নিয়ত শর্ত নহে। আগের নবীর উম্মত ওযুর মধ্যে কোন ফজিলত পায়নি। হ্যাঁ, ওযু করে নামায পড়লে নামাযের সওয়াব পেয়েছে। কিন্তু আমাদের নবীজীর ওসিলায় আল্লাহ্ আমাদেরকে ওযুর মধ্যে অকে ফজিলত দান করেছেন। যেমন:

১. ওযু করার সময় ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে গুনাহ্ ঝরে যায়

উম্মতে মুহাম্মদীর একজন লোক ওযু করতে গিয়ে যখন তাঁর বিভিন্ন অঙ্গ ধৌত করে তখন তাঁর সে অঙ্গগুলো হতে গুনাহ্ ঝরে যায়। যেমন ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেছেন যা মেশকাতুল মছাবীহ্ গ্রন্থকার 'কিতাবুত তাহারাতে' সংকলন করেছেন-

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء فاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء اومع اخر قطر الماء فاذا غسل رجليه (خرج من رجليه) كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء او مع أخرقطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب- (رواه مسلم)

অর্থাৎ - "হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, যখন মুসলিম কিংবা মু'মিন বান্দা ওযু করে, অতএব প্রথমে তার চেহারা ধৌত করে তখন তার চেহারা হতে সে সব গুনাহ্ যা তার দু'চোখ দ্বারা নজর করার কারণে হয়েছে পানির সাথে কিংবা পানির শেষ ফোঁটার সাথে বের হয়ে যায়। অতঃপর যখন তার দু'হাত ধৌত করে তার দু'হাত সে সব গুনাহ পানির সাথে কিংবা পানির শেষ ফোঁটার সাথে বের হয়ে যায়। যা তার দু'হাত দ্বারা ধরার কারণে হয়েছে। অতঃপর যখন তার দু'পা ধৌত করে তখন দু'পা হতে সে সব গুনাহ্ যাতে তার দু'পা হেটে গিয়েছে পানির সাথে কিংবা পানির শেষ ফোঁটার সাথে ঝরে যায়। পরিশেষে গুনাহ্ হতে বের হয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। [মিশকাত, পৃষ্ঠা- ৩৮]

এ হাদীস হতে প্রমাণিত হল উম্মতে মুহাম্মদী ওযুর মাধ্যমে পাপমুক্ত হয়। ওযুর পর নামায পড়লে সে নামাযের মাধ্যমে অতিরিক্ত সওয়াবের ভাগী হয়। এ ফজিলত তারা সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওসিলায় পেয়েছে।

২. ময়দানে মাহশরে ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে নূর বের হয়ে উম্মতে মুহাম্মদী হিসেবে পরিচিতি লাভ

একদিন কতিপয় সাহাবা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আরজ করলেন-

كيف تعرف من يأت بعد من أمتك يا رسول الله

ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার উম্মত হতে যারা এখনও দুনিয়াতে আসেনি কিয়ামত পর্যন্ত আসতে থাকবে তাদেরকে ময়দানে মাহশরে অসংখ্য নবীর অগণিত উম্মতের মধ্যে (আপনার উম্মতকে) কিভাবে চিনবেন? তখন আল্লাহ্র হাবীব একটি উদাহরণ পেশ করে বলেন,

أرأيت أن رجلا له خيل غر محجلة بين رجلا له ظهرى خيل دهم بُهم الا يعرف خيله قالوا بلى يارسول الله قال ياتون غرا محجلين من المؤضوء وأنا فرطهم على الحوض (رسول الله صلى الله عليه وسلم)

অর্থাৎ - তোমাদের অভিমত কী? যদি একপাল ঘুটঘুটে কালো ঘোড়ার মধ্যে কারও এমন একটি ঘোড়া থাকে যার চার পা ও কপাল সাদা সে কী তার সে ঘোড়াটা চিনতে পারবে না। তারা (সাহাবায়ে কেরাম) আরজ করলেন নয় কী ইয়া রাসূলাল্লাহ্? হ্যাঁ অবশ্যই চিনতে পারবে। তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) বললেন, নিশ্চয় তারা (ময়দানে মাহশরে) আসবে এমতাবস্থায় তাদের ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে নূর বের হয়ে চমকপ্রদ হবে। আর আমি হাউজে কাওসারের নিকট তাদের আগে বাড়ব। সুতরাং প্রমাণিত হল যে, উম্মতে মুহাম্মদীর ওযুর অঙ্গ হতে নূর বের হয়ে তারা উম্মতে মুহাম্মদী হিসেবে ময়দানে মাহশরে চিহ্নিত হবে। এ নেয়ামতও আমরা নবীজীর ওসিলায় পেয়েছি।

৩.পুলসিরাত পার হওয়ার সময় ওযুর অঙ্গ হতে নূর বের হয়ে পার করিয়ে দেবে

উম্মতে মুহাম্মদীর একজন ঈমানদার নামাযী ওযুকারী ব্যক্তি যখন ঘুটঘুটে অন্ধকারে পুলসিরাত পার হতে যাবে তখন তার ওযুর অঙ্গসমূহ হতে নূর বের হয়ে তাকে পুলসিরাত পার করিয়ে দেবে। যেমন আল্লাহ্ বলেন-

نورهم يسعى بين أيديهم وبايمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفرلنا أنك على كل شئ قدير-

অর্থাৎ তাদের নূর তাদের সামনে এবং তাদের ডানে দৌড়বে তখন তারা আরজ করবে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের জন্য আমাদের নূর বহাল রাখুন (যেন আমরা পুলসিরাত পার হয়ে যেতে পারি) আর আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন নিশ্চয় আপনি সর্বশক্তিমান (আপনি চাইলে এ নূর বিদ্যামান রেখে আমাদেরকে পুলসিরাত পার করিয়ে দিতে পারেন)।

ছ. জমিকে পবিত্র করণ

উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য আমাদের নবীজীর ওসিলায় আল্লাহ্ জমিকে পবিত্র করে দিয়েছেন। একজন উম্মতে মুহাম্মদীর জন্যে সমস্ত জমি পবিত্র। যেখানে চান সেখানে নামায পড়তে পারেন এবং জমিতে হাত মেরে তায়াম্মুম করতে পারেন। তাই ফিকাহ শাস্ত্রের বিশুদ্ধ বর্ণনা মোতাবেক যে পরিমাণ নাপাক মাফযোগ্য নয় সে পরিমাণ নাপাক হতে নামাযের স্থান পাক হলে এমন কি সে সাতটি অঙ্গ নামায পড়তে মাটিতে লাগে অর্থাৎ দু'পা, দু'হাত, দু'হাটু এবং কপাল রাখার জায়দা যদি পাক হয় (আশে-পাশে নাপাক থাকুক বা না থাকুক) ওই স্থানে অন্যান্য উম্মতে মুহাম্মদী নামায আদায় করতে পারবেন। [নূরুল ইজা, পৃষ্ঠা- ৪০]

অপর নবীর উম্মতের জন্য এ সুযোগ ছিল না। কোথাও যাওয়ার সময় তাদেরকে সাথে তক্তী নিয়ে যেতে হত। সে তক্তীর উপর দাঁড়িয়ে তাদেরকে নামায পড়তে হতো।

জ. গোটা পৃথিবীকে মসজিদ করণ

উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওসিলায় সারা জমিকে মসজিদ (নামাযের স্থান) বানিয়ে দিয়েছেন। পূর্ববর্তী কোন নবীর উম্মতের জন্য এ সুযোগ ছিল না। উপরিউক্ত দু'টি বিষয় নবীজীর এ বাণীতে ঘোষিত হয়েছে-

جعلت لى الارض مسجدا وطهورأ فايما رجل من أمتى ادركته الصلواة فليصل-

অর্থাৎ ''আমার জন্য সমস্ত জমিকে নামাযের জায়গা এবং পাক-পবিত্র করে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমার উম্মতের যে কোন ব্যক্তিকে যে কোন জায়গায় নামাযের ওয়াক্ত পেয়ে বসে, সে (সে জাগয়াগায়) যেন নামায আদায় করে। সুতরাং একজন উম্মতে মুহাম্মদীর শ্রমিক মাঠে শ্রম দেওয়ার সময় যদি নামাযের ওয়াক্ত হয় তাহলে (মসজিদে যাওয়ার সুযোগ না থাকলে) সে যে জায়গায় আছে সে জায়গায় নামায আদায় করতে পারবে। অবশ্যই আদায় করতে হবে। সেখানে নামায ত্যাগ করার কোন সুযোগ নেই। [মেশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ৫১২]

ঝ. গণিমতের মালকে হালাল করণ

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওসিলায় একমাত্র তাঁর উম্মতের জন্য গণিমতের মালকে হালাল করেছেন। পূর্বের কোন নবীর উম্মতের জন্য গণিমতের মাল হালাল ছিল না। নবীজী বলেন,

فلم تحل الغنائم لاحد من قبلنا ذالك بانَّ الله رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا- (متفق عليه)

অর্থাৎ - আমাদের পূর্ববর্তী কারও জন্য গণিমত হালাল ছিলনা আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের জন্য গণিতের মালকে এজন্য হালাল করেছেন যে, তিনি আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখলেন ফলে তা আমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন।

[মেশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ৩৪৮]

এর ব্যাখ্যায় মেরকাত প্রণেতা বলেন,

قيل كان الأمم الماضية اذا غزوا كانوا يجمعون الغنائم فاذا نزلت نار من السماء وأحرقتها علموا أن غزوتهم مقبولة والا فلا-

অর্থাৎ- পূর্ববর্তী উম্মতরা যখন যুদ্ধে জয়লাভ করতেন তখন তারা গণিমতের মালগুলো জমা করতো। আসমান হতে আগুন এসে এগুলো জ্বালিয়ে দিত তখন তারা বুঝতে পারতো যে, তাদের যুদ্ধ কবুল হয়েছে। আর তা না হলে অর্থাৎ আগুন এসে জ্বালিয়ে না দিলে কবুল হতো না।

ঞ. উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য নামায এক মহা নেয়ামত

সাইয়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওসিলায় প্রাপ্ত উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য নামায এক মহা নেয়ামত। কেননা পূর্ববর্তী নবী এবং তাঁর উম্মতের জন্য দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের মত ইবাদত ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে লা-মকানে মেরাজে নিয়ে উম্মতের জন্য উপহার হিসেবে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায দান করেছেন। কিন্তু নবীজীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে লাঘব করে তা পাঁচ ওয়াক্ত করে দেওয়া হয়। এ পাঁচ ওয়াক্ত আদায়ে পঞ্চাশ ওয়াক্ত আদায় হয়ে যায় এবং পঞ্চাশ ওয়াক্তের সওয়াব পাওয়া যায়। যেমন মে'রাজের হাদীসে মেশকাতুল মছাবীহ্-এর ৫২৯ পৃষ্ঠায় এসেছে-

فقال هى خمس وهى خمسون لا يبدل القول لدى

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বলেন এটা আদায় হবে পাঁচ ওয়াক্ত তবে সওয়াব হবে পঞ্চাশ ওয়াক্তের। কেননা আমার বাণীর পরিবর্তন নেই। জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য দুটি বিষয় প্রয়োজন। ১. ঈমান ও ২. আমল। আল্লাহ্ তা'আলা সূরাতুল আসরের মধ্যে বলেন-

والعصر ان الأنسان لفى خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات-

অর্থাৎ - সময়ের পশথ নিশ্চয় মানব জাতি অবশ্যই ক্ষতি (জাহান্নাম) এর মধ্যে। তবে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল সমূহ করেছে (তারা জাহান্নাম হতে মুক্ত হবে)।

ঈমানের পর আমলসমূহের মধ্যে প্রথম ও প্রধান আমল হল নামায। নামায বেহেশতের বড় চাবি। এবং ঈমানদারদের জন্য মে'রাজ। একজন উম্মতে মুহাম্মদীর ঈমানদার নামাযী মুসল্লায় দাঁড়িয়ে আল্লাহর সাথে মে'রাজ, দিদার, সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করতে পারে।

ট. যাকাত উম্মতে মুহাম্মদীর গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ইবাদত

যাকাত নবী আখেরুয্যমান সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতে মালি। ক্বোরআনুল করীমের বহু জায়গায় নামাযের সাথে সাথে যাকাত আদায়ের কথা এসেছে। ধনী ও গরীব উভয়ের জন্য এটা নেয়ামত। কেননা ধনী তার অর্থ ও মালের (আড়াই) ভাগ গরীবকে দিলে তার অবশিষ্ট মাল হালাল হয়ে যায়, তার অর্থ সম্পদ আরও বৃদ্ধি পায় এবং এক টাকা দানের বিনিময়ে সাতশত টাকা দানের সওয়াব পায়। আল্লাহ্ বলেন, ما عندكم ينفد وما عند الله باق "তোমরা দান না করে যা নিজের কাছে রেখে দেবে তা ধ্বংস ও ফানা হয়ে যাবে এবং যা দান করবে তা আল্লাহর কাছে অবশিষ্ট থাকবে।" গরীবের জন্যও এ যাকাত নেয়ামত। কেননা এটি হল ধনীর ধনের মধ্যে গরীবের লুকায়িত হক ও পাওনা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وفى أموالهم حق للسائل والمحروم অর্থাৎ তাদের (ধনীদের) মালের মধ্যে ভিক্ষুক ও ব্যথিত ব্যক্তির হক রয়েছে। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, توخذ من الاغنياء وترد فى الفقراء অর্থাৎ "যাকাত ধনীদের থেকে গ্রহণ করে ফকিরদের মধ্যে বন্টন করা হবে।" অতএব যাকাতের মাল ধনীদের থেকে গ্রহণ করে আল্লাহ তা'আলা গরীবদেরকে লালন-পালন করেন।

ঠ. এক মাসের রোযা উম্মতে মুহাম্মদীর বিশেষ প্রাপ্তি

কোন নবীর উম্মত দীর্ঘ এক মাস রোযা পায়নি। একমাত্র আমরা পেয়েছি। এ রোযা ও রোযার মাস রমজানে আমাদের জন্য এক মহা নেয়ামত যা আমাদের নবীজীর ওসিলায় আমরা পেয়েছি। এ রমজান মাসের মধ্যে ১. রোযা, ২. তারাবীহ-এর নামায, ৩. ক্বোরআন তেলাওয়াত, ৪. এ'তেকাফ পালন, এবং ৫. লায়লাতুল কদর তালাশ-এ পাঁচটি অতিরিক্ত ইবাদত রয়েছে। এগুলো আমাদের জন্য এক একটি বড় নেয়ামত। রোযার প্রতিফল অসীম বরং এর বিনিময় স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা। বান্দার আমলগুলো সাত প্রকার। প্রথম ছয় প্রকার আমলের বিনিময় নির্ধারিত। কিন্তু সপ্তম প্রকার আমল তথা রোযার বদলা নির্ধারিত নয়। কেননা এর প্রতিফল স্বয়ং আল্লাহ্ নিজ কুদরতের হাতে দান করবেন। সুতরাং আল্লাহ্ যেমন অসীম, আল্লাহ্র দানও অসীম। সেজন্যেই হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ বলেছেন- الصوم لى وأنا اجزى به او أجزى به অর্থাৎ রোযা আমারই জন্যে। আর আমিই এর বিনিময় দেব অথবা আমি নিজেই এর বদলা। [মেশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ১৭৩]

রমজানের 'রোযা' ও 'ক্বোরআনুল করীম' বিচার দিবসে আল্লাহর সমীপে রোযাদার ও ক্বোরআন তেলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে। উভয়ের সুপারিশ কবুল হবে।

রমজানের শেষ দশ রাতের বেজোড় পাঁচ রাতে লায়লাতুল ক্বদর লুকায়িত রয়েছে। এ শেষ দশ দিন ও দশ রাতে এ'তেকাফ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ আলাল কেফায়া। এ এতেকাফের উদ্দেশ্য হল লায়লাতুল ক্বদরকে তালাশ করা এবং ইবাদত করা। যিনি লায়লাতুল ক্বদর পান তিনি এক রাতের ইবাদতের বদৌলতে এক হাজার মাস তথা ৮৩ বছর ৪ মাসের (দিনের বেলায় রোযা কিংবা জেহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্ এবং রাতের বেলায় জাগ্রত থেকে) ইবাদতের সওয়াব থেকে আরও বেশী সওয়াব পাবেন। মাহে রমজানের প্রতি রাতে অসংখ্য জাহান্নামি বান্দাহকে জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দেওয়া হয়। সর্বোপরি মাহে রমজানে সারাক্ষণ ইবাদত করে ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে গেলে তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দেন-

ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورًا لهم - (رواه البهقى فى شعب الايمان)

অর্থাৎ তোমরা (তোমাদের বড়িঘরে) ফিরে যাও। অবশ্যই আমি তোমাদেরকে মাফ করে দিলাম এবং পাপসমূহ পুণ্য পরিণত করে দিলাম। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফলে তারা (উম্মতে মুহাম্মদী) ক্ষমাপ্রাপ্ত অবস্থায় ফিরে যায়। [মেশকাতুল মছাবীহ, পৃষ্ঠা- ১৮৩]

শেষ যমানার উম্মতের জন্য হজ এক অনন্য নেয়ামত

আদম আলায়হিস্ সালামের যমানা হতে যদিও নবী ও উম্মত হজব্রত পালন করে আসছেন তথাপি উম্মতে সাইয়্যিদুল আম্বিয়ার জন্য হজ একটি অন্যতম নেয়ামত। ক্বোরআনুল করীমে হজ ফরজ হওয়ার বাণী তো আছেই কিন্তু এর ফজিলত বর্ণিত হয়নি তবে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হজের ফজিলত বর্ণনা করে আমাদের জন্য এক আকর্ষণীয় পরম ইবাদত ও নেয়ামতে পরিণত করে দিয়েছেন। নবীজী বলেন- الحج المبرور ليس له جزاء الا لجنة অর্থাৎ মকবুল হজের বিনিময় হল জান্নাত। [মেশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ২২১]

নবীজী আরও বলেন-

من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أم - (متفق عليه)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্য হজ করে, হজ আদায়কালে স্বামী-স্ত্রী হতে যা ইচ্ছা করে সে সংক্রান্ত কোন কথা ও আচরণ করেনি এবং পরস্পরে গালি গালাজ করেনি, সে বাড়িতে ফিরে আসে সেদিনের মতো যেদিন তাকে তাঁর মা জন্ম দিয়েছেন।

[বুখার ও মুসলিম, মেশকাত, পৃষ্ঠা - ২২০]

আসহহুস্ সিয়র কিতাবের বর্ণনা মোতাবেক ৯ম হিজরি কিংবা এরপর হজ ফরজ হওয়ায় ১০ম হিজরিতে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্ব আদায় করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্র হাবীব যখন হজ্বের জন্য রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা করলেন তখন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে খবর দিলেন, "আমি হজে যাব।" সাহাবায়ে কেরামও আল্লাহর হাবীবের সাথে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। এ খবর মদীনার প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে গেল তখন সব দিক থেকে লোক এ নিয়ত করে ঘর হতে বের হয়ে পড়লেন, যে তাঁরা নবীজীর সাথে হজ্ব আদায় করবেন। রাস্তায় এত লোকের জমায়েত হয়ে গেল যার গণনা সম্ভব নয়। আল্লাহর হাবীবের সামনে, পেছনে ডানে, বামে-যতটুকু পর্যন্ত দৃষ্টি পৌঁছে ততটুকু পর্যন্ত শুধু লোক আর লোক দৃষ্টি গোচর হচ্ছে। আল্লাহর হাবীব এ বিপুল সংখ্যক আল্লাহর মেহমান নিয়ে তাদেরকে বাস্তব ও ব্যবহারিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে হজ করিয়েছেন। আল্লাহর হাবীবের সে ব্যবহারিক শিক্ষা মোতাবেক উম্মতে মুহাম্মদী হজ ও ওমরাহ্ পালন করে আসছেন কিয়ামত পর্যন্ত পালন করতে থাকবেন। এ হজ ও ওমরাহ্ পালনের মাধ্যমে তাঁরা পাপমুক্ত হয়ে নামাযী, মুত্তাকী, ও আল্লাহ ওয়ালা হয়ে ইহ-পরকালের অনেক সম্মানের অধিকারী হচ্ছেন। এভাবে সাইয়্যিদে আলম, সাইয়্যিদুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিনের ওসিলায় আমরা তাঁর উম্মত যে অসংখ্য নেয়ামত প্রাপ্ত হয়েছি সেগুলোর কদর করে আমরা যেন ইহ-পরকালে ধন্য হতে পারি। আল্লাহ্ আমাদেরকে সে তাওফিক দান করুন।

লেখক: *সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম*